Biography of Monk Sri Sibeswarananda Ji Maharaj

Principal, Ramakrishna Vedanta Mission

Early Life and Spiritual Foundation

Swami Sri Sibeswarananda Ji Maharaj, a revered monk and spiritual guide, serves as the **Principal of the Ramakrishna Vedanta Mission**, headquartered in West Bengal.
He is the spiritual disciple and son of **Swami Gahanananda Maharaj**, from whom he received *Diksha* and his early monastic training. Deeply influenced by the lives and teachings of **Sri Ramakrishna, Holy Mother Sarada Devi, and Swami Vivekananda**, Swamiji has dedicated his entire life to the service of humanity and spiritual upliftment.

From **1996 to 2004**, Swamiji served at **Belur Math**, the headquarters of the Ramakrishna Math and Mission, where he was engaged in various spiritual, educational, and humanitarian activities. His service during this period extended throughout **West Bengal, Bihar, Odisha, and Jharkhand**, focusing on the upliftment of marginalized and tribal communities.

Spiritual Service and Institutional Leadership

In **2004**, Swami Sibeswarananda Ji Maharaj joined the **Ramakrishna Vedanta Mission** as a *Sadhaka* and later became its **Principal and Acharya**.
Under his dynamic leadership, the Mission has grown into a vibrant center of spiritual learning, education, and social welfare. It runs a **Secondary School** that provides free and value-based education to underprivileged and orphaned children, along with a **residential hostel** facility.

The Mission also runs **old age homes**, **charitable medical units**, and **women empowerment programs**. Inspired by the principle of *"Shiva Jnane Jiva Seva"* — serving living beings as manifestations of God — Swamiji continues to expand the Mission's work into new regions.

Affiliations and Responsibilities

Swami Sibeswarananda Ji Maharaj holds key positions in several organizations:

- **Principal & Acharya** – Ramakrishna Vedanta Mission
- **President** – Manab Seva Mission, Haripal, Hooghly
- **President** – Ramakrishna Dikdarshan Sevashram, Baranagar
- **Joint Secretary** – Ramakrishna Ashram Sangha (West Bengal, 23 Districts)
- **President** – Vivekananda Mission, Bagbazar
- **President** – Banga Kumbha Mela Parishad
- **President** – Bakultala Parishad, Nadia
- **Secretary** : Anthpur Sri Ramakrishna Sarad Ashrama

He has also successfully supervised the **Triveni and Kalyani Kumbha Mela** under the banner of the Ramakrishna Vedanta Mission, ensuring its spiritual sanctity and smooth organization with exemplary devotion and discipline.

Humanitarian and Relief Work

Swamiji has been at the forefront of extensive **relief and rehabilitation activities** across Bengal — especially during natural calamities like floods and cyclones.

North Bengal Relief Work

Swami Sibeswarananda Ji and his team have conducted large-scale relief and rural development projects in the hilly and forest regions of North Bengal, including:

- **Madarihat–Totopara**, **Mirik**, **Sandakphu**, **Kurseong**, and **Kalimpong** and adjoining places.
- Distribution of **food, drinking water, tarpaulins, blankets, and medicines** to flood and landslide victims.
- Organization of **free health and eye camps**, **school restoration work**, and **temporary shelter construction**.
- Support for **rural self-employment** and **livelihood development** programs for tribal and backward communities.

Sundarbans and South Bengal Relief Work

In South Bengal, especially across **16 blocks of the Sundarbans**, Swamiji personally supervised extensive relief operations covering:
G Plot, L Plot, Sridhar Nagar, Brahmasthan Nagar, Rakkhaskhali, I Plot, Gada Mathura, Bhola Kali, and adjoining **Canning** areas.

The relief work in these regions included:

- **Post-cyclone relief and rehabilitation** after major storms like *Aila, Amphan, and Yaas*.
- Construction of **low-cost permanent homes**, **drinking water systems**, and **solar lighting units**.
- Establishment of **mobile medical camps**, **school rebuilding initiatives**, and **women's livelihood training centers**.
- Regular **distribution of essential commodities** to thousands of affected families.

Education, Charity, and Social Development

Swami Sibeswarananda Ji Maharaj's Mission operates:

- A **Secondary School** offering modern and moral education.
- **Charitable dispensaries and mobile health units** in rural Bengal.
- **Old-age homes** providing care and dignity to the elderly.
- **Free coaching centers**, **vocational training**, and **women's self-help groups**.

He believes that education should not only enlighten the mind but also empower individuals to stand on their own feet.

His **noble vision for the younger generation** includes creating **job-oriented training programs**, **skill development courses**, and **self-employment opportunities**— helping youth from rural and economically weaker backgrounds to become self-reliant and responsible citizens.

Philosophy and Vision

Swami Sibeswarananda Ji Maharaj lives by the timeless Vedantic truth that *"Service to man is service to God."* His philosophy embodies:

- Universal acceptance of all religions.
- Harmony between spirituality and social service.
- Faith in human potential as a divine expression.

Following Swami Vivekananda's teachings, he continues to inspire thousands to serve the poor, educate the ignorant, and heal the suffering — without discrimination of caste, creed, or religion.

Legacy and Continuing Work

Through his tireless service and compassionate leadership, the **Ramakrishna Vedanta Mission** has expanded its outreach across West Bengal and beyond, touching countless lives through education, healthcare, environmental awareness, and humanitarian aid.

Swami Sibeswarananda Ji Maharaj remains a beacon of light for all — blending the ideals of **spiritual realization and selfless action**, guiding the youth and society toward a life of peace, compassion, and divine realization.

আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রারম্ভিক শিক্ষা

স্বামী শিবেশ্বরানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ ও আধ্যাত্মিক সাধক, হলেন এক মহান সন্ন্যাসী যিনি "শিবজ্ঞানেই জীবসেবা"-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবসেবাকে ঈশ্বরসেবার সমতুল্য বলে মনে চলেন।

তিনি পূজ্য স্বামী গহনানন্দ মহারাজ-এর শিষ্য ও আত্মিক সন্তান। গুরুদেবের সান্নিধ্যে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সেবার পথে আত্মনিয়োগ করেন।
১৯৯৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন বিভাগে নিষ্ঠাভরে সেবা করেন। এই সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজের পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কাজে নেতৃত্ব দেন।

বেদান্ত মিশনে আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা

২০০৪ সালে বেলুড় মঠ থেকে তিনি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনে যোগ দেন সন্ন্যাসী ও সাধক হিসেবে। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ ও আচার্য।

তাঁর নেতৃত্বে মিশন আজ এক উজ্জ্বল শিক্ষামূলক ও সমাজসেবামূলক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় যেখানে অসহায় ও অনাথ শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা, খাদ্য ও আবাসের ব্যবস্থা করা হয়।
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন আরও পরিচালনা করে বৃদ্ধাশ্রম, চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র, নারীকল্যাণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। সমাজের সার্বিক উন্নয়নই তাঁর সেবার মূলমন্ত্র।

পদাধিকার ও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্বামী শিবেশ্বরানন্দজি মহারাজ বর্তমানে বহু আধ্যাত্মিক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যেমন –

- প্রধান অধ্যক্ষ ও আচার্য – রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন
- সভাপতি – মানবসেবা মিশন, হিরাপাল
- সভাপতি – রামকৃষ্ণ দীক্ষা দীক্ষণ সেবা সমিতি
- যুগ্ম সম্পাদক – রামকৃষ্ণ আশ্রম সংঘ (পশ্চিমবঙ্গের ২৩ জেলা)
- সম্পাদক – বিবেকানন্দ মিশন, বাগবাজার
- সভাপতি – বকুলতলা পরিষদ, নদীয়া
- সম্পাদক – আঁটপুর শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম

তাঁর নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন সফলভাবে ত্রিবেণী ও কল্যাণী কুম্ভমেলা পরিচালনা করেছে, যা হাজার হাজার ভক্ত ও সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক সমাগমের এক অনন্য উদাহরণ।

ত্রাণ ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম
স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজ দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে থেকে বছরের পর বছর ধরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনা করে চলেছেন।

উত্তরবঙ্গের ত্রাণ কার্য
তিনি ও তাঁর দল উত্তরবঙ্গের দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় — যেমন
মাদারিহাট–টোটোপাড়া, মিরিক, সান্দাকফু, কুর্সিয়ং ও কালিম্পং-এ ব্যাপক ত্রাণ কার্য সম্পন্ন করেছেন।

এই এলাকায় তিনি পরিচালনা করেছেন –
• বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য, জল, ওষুধ, ত্রিপল ও কম্বল বিতরণ,
• বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির,
• বিদ্যালয় ও ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ,
• গ্রামীণ জীবিকা ও স্বনির্ভরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন।

দক্ষিণবঙ্গ ও সুন্দরবনের ত্রাণ কার্য
দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনের ১৬টি ব্লক জুড়ে, বিশেষত
জি প্লট, এল প্লট, শ্রীধরনগর, ব্রহ্মাস্থান নগর, রাক্ষসখালি, আই প্লট, গদামথুরা, ভোলাকালি এবং সংলগ্ন ক্যানিং অঞ্চলে, মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালনা করেন।

এই কার্যক্রমের মধ্যে ছিল –
• ঘূর্ণিঝড় (আইলা, আম্ফান, ইয়াস) পরবর্তী পুনর্বাসন,
• স্থায়ী ঘর নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান ও সোলার আলোক ব্যবস্থা,
• মোবাইল চিকিৎসা শিবির ও বিদ্যালয় পুনর্গঠন,
• নারী ও যুবকদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি,
• দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের জন্য নিয়মিত খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ।

শিক্ষা, দান ও সমাজকল্যাণমূলক কার্য
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশনের অধীনে পরিচালিত হয় –

• একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
• চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি ও মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট,
• বৃদ্ধাশ্রম ও অনাথালয়,
• ফ্রি কোচিং সেন্টার ও নারী স্বনির্ভরতা কেন্দ্র,
• বিনামূল্যে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

স্বামী শিবেশ্বরানন্দজি মহারাজ বিশ্বাস করেন – শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং আত্মনির্ভরতা ও নৈতিক বিকাশের মাধ্যম।

তাঁর মহৎ উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রকল্প — যাতে গ্রামের ও আর্থিকভাবে দুর্বল যুবক-যুবতীরা নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তাঁর ভাবনা ও দার্শনিক দর্শন

স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজের জীবন দর্শন ‘সেবা-ই সাধনা’।
তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ, তাই মানুষের সেবা করাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বধর্ম সমন্বয়, মানবপ্রেম, এবং কর্মযোগের মাধ্যমে আত্মবিকাশে নিবিষ্ট।
তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী – “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” – কে জীবনধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উত্তরাধিকার ও চলমান কর্মধারা

আজ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মিশন এক বিশাল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীকল্যাণ, পরিবেশ রক্ষা ও ত্রাণ সেবার মাধ্যমে মিশন প্রতিবছর হাজারো মানুষের জীবনে আলো জ্বালাচ্ছে।

তাঁর নিষ্ঠা, বিনয় ও সহানুভূতির মাধ্যমে তিনি আজকের সমাজে এক জীবন্ত প্রেরণাস্বরূপ — যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমাজসেবা একাকার হয়ে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভবের পথ দেখাচ্ছে।